ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং - ৫৭

৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭
তারিখ ঃ -----------------------
১৫ ডিসেম্বর, ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিল ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

**কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রহিতকরণ প্রসঙ্গে।**

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ০৭ নং আইন) এর মাধ্যমে কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রহিত করা হয়েছে। উল্লিখিত আইনের অনুলিপি আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৩(তিন) পৃষ্ঠা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন-৯৫৩০২৫২

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২০

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন, ১৪২৬/২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ ফাল্গুন, ১৪২৬ মোতাবেক ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

## ২০২০ সনের ০৭ নং আইন

## কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঠ) এর প্রথম শর্তাংশের "কোন দলিলে কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর অংকিত করা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।


**মূল্য :** টাকা ৪.০০

৩। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) এর "ও একটি সাধারণ সীলমোহর" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর "সাধারণ সীলমোহরযুক্ত" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এর "উহার সাধারণ সীলমোহর যুক্ত করিয়া" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৬। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৭৮ এর দফা (খ) বিলুপ্ত হইবে।

৭। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৭৯ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) বিলুপ্ত হইবে।

৮। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (চ) এ উল্লিখিত "উহার সীলমোহর নতুবা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৯। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১২৮ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা-১২৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১২৮। **দলিল সম্পাদন**।—কোম্পানী লিখিতভাবে যে কোন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে অথবা যে কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভিতর বা বাহিরে যে কোন স্থানে উহার পক্ষে দলিল সম্পাদনের জন্য উহার এটর্নী হিসাবে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে; এবং কোম্পানীর পক্ষে উক্ত এটর্নী কোন দলিলে স্বাক্ষর করিলে দলিলটি কার্যকর হইবে এবং কোম্পানীর উপর উহা বাধ্যকর হইবে।"।

১০। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১২৯ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ১২৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১২৯। **কোন কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ**।—(১) কোন কোম্পানীর উদ্দেশ্যাবলী অনুসারে উহার কোন কার্য বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে এবং উহার সংঘবিধি দ্বারা কোম্পানী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, বাংলাদেশের বাহিরের কোন ভূখণ্ডে, এলাকায় বা স্থানে কোম্পানী লিখিতভাবে যে **কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে এবং তিনি কোম্পানীর প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন**।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত দলিলে এতদুদ্দেশ্যে কোন সময় উল্লেখ থাকিলে, সেই সময় পর্যন্ত অথবা, উক্ত দলিলে কোন সময়ের উল্লেখ না থাকিলে, প্রতিনিধির সহিত লেনদেনকারী ব্যক্তিকে প্রতিনিধির ক্ষমতা প্রত্যাহার বা অবসানের নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত, প্রতিনিধির ক্ষমতা বহাল থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিনিধি প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজে তাহার স্বাক্ষরসহ লিখিতভাবে তারিখ উল্লেখ করিবেন এবং যে ভূখণ্ডে, এলাকা বা স্থানে স্বাক্ষর করা হইল সেই ভূখণ্ড, এলাকা বা স্থানের নাম উল্লেখ করিবেন।"।

১১। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২০৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০৮ এ উল্লিখিত "সীলমোহর দ্বারা প্রমাণীকৃত (authenticated) হইলে, উক্ত অনুলিপি, উহাতে" শব্দগুলি, কমাগুলি ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে।

১২। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২৫ এর "এবং তাহা কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন হইবে না" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৩। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৬২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬২ এর দফা (ঘ) এর "এবং তদুদ্দেশ্যে যখন প্রয়োজন হয় কোম্পানীর সাধারণ সীলমোহর ব্যবহার করা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৪। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৭ এর উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত হইবে।

১৫। **১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৬৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৬৩ এর "এবং একটি সাধারণ সীলমোহর" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

**ড. জাফর আহমেদ খান**
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd